দারসে কুরআন সিরিজ-১৬

ইসলামের রাজদন্ড

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১৬

ইসলামে রাজদন্ড

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.pathagar.com

ইসলামে রাজদন্ড
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ: মার্চ: ১৯৮৯ ইং
১৫তম প্রকাশ নভেম্বর ২০১১ ইং

প্রচ্ছদ: আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ : আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬,শিরিশ দাস লেন, ঢাকা–১১০০

মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পূর্বাভাস	০৪
প্রারম্ভ	০৫
সমাজকে কিভাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করা যায়	১৬
রাষ্ট্রনীতি	২৩
তাগুত পরিচিতি	২৭
উপসংহার	৩২

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

পূর্বাভাস

এ সিরিজে এমন একটি আয়াতের দারস হাজির করা হয়েছে যে এ ধরনের একটি আয়াত আল-কুরআনে থাকতে পারে তা বহু নামী দামী লোকও খোঁজ রাখেন না। খোঁজ রাখেন না এই জন্যে বলতে সাহস পাচ্ছি যে আমি বিভিন্ন স্থানে এ আয়াতের তাফসীর করলে অনেকেই ঐ রূপ মন্তব্য করেছেন, "এটা তো পূর্বে শুনিনি" সে জন্যেই বলতে সাহস করেছি। শুধু তাই নয়, বরং কিছু আল্লাহওয়ালা লোক এইরূপও মন্তব্য করেছেন "আমরা ছোট কাল থেকে বহু ওয়াজ নছিহত শুনে আসছি কিন্তু এই আয়াত থেকে তো কোন ওয়াজ শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আশা করি সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ আয়াতে রয়েছে রাজদন্ড নাযিল করার কথা।ঃ

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলাম ইহকাল ও পরকালে যে সত্যিকার অর্থেই শান্তি দিতে পারে তা রাজশক্তি ছাড়া প্রমাণিত হতে পারে না। যেমন রেলগাড়ী এক সঙ্গে বহু যাত্রী নিয়ে যে দ্রুত চলতে পারে তা রেলগাড়ী প্রমাণ করতে পারে না, যদি তাকে তার নিজস্ব পথে চলতে না দিয়ে মটর গাড়ী চলার রাস্তায় চলতে দেয়া হয় ঠিক তেমনই একখানা মোটর গাড়ী আপনাকে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে যে নিয়ে যেতে পারে তা সে প্রমাণ করতে পারবে না যদি তাকে পাকা রাস্তায় চলতে না দিয়ে কাঁচা রাস্তায় কাদা পানির ভিতর দিয়ে চলতে দেয়া হয়। ঠিক তেমনই ইসলাম যে সত্যই এই পৃথিবীতেই বেহেশ্‌তী শান্তি দিতে পারে তা ইসলাম প্রমাণ করতে পারবে না, যদি তাকে তাগুতি বা মানব রচিত আইন-কানুনের সমাজে চলতে দেয়া হয়। ইসলাম তখনই মানুষকে বেহেশ্‌তি শান্তি দিতে পারে যখন তাকে একটা ইসলামী রাষ্ট্রে চলতে দেয়া হয়। এই ধরনের একটা ইসলামী রাষ্ট্র (আল্লাহর নির্দেশে) গড়বার জন্যেই আল্লাহর নবী ২৩ বছর একটানা সংগ্রাম করেছিলেন। আশা করি এ দারস থেকে এই সম্পর্কেই কিছু ধারণা আসবে ইনশায়াল্লাহ।

—লেখক

www.pathagar.com

ইসলামের রাজদণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ * الحديد ـ ٢٥

অনুবাদ ঃ আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি সেই সঙ্গে কিতাব ও ভারসাম্যের মানদন্ড নাযিল করেছি যেন মানব জাতি ইন্‌সাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লোহা (এখানে অর্থ হবে রাজদন্ড) নাযিল করেছি যার মধ্যে রয়েছে খুবই কঠোরতাপূর্ণ শক্তি এবং জনগণের জন্য রয়েছে বিপুল শান্তি বা কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, যেন আল্লাহ জেনে নিতে পারেন– কে তাঁকে না দেখেই তাঁর এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

শব্দার্থ ঃ لَقَدْ - অবশ্য। اَرْسَلْنَا - আমরা পাঠিয়েছি (বাংলা ভাষার নিয়ম অনুযায়ী আমরা না বলে 'আমি' বলাটাই উচিত)। رُسُلَنَا - আমার রাসূলগণকে। بِالْبَيِّنٰتِ - স্পষ্ট দলীল সহকারে। وَاَنْزَلْنَا - এবং নাযিল করেছি। مَعَهُمُ - তাদের সঙ্গে। الْكِتٰبَ - আসমানী কিতাব। وَالْمِيْزَانَ - এবং মানদন্ড। لِيَقُوْمَ - যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। النَّاسُ - মানব জাতি। بِالْقِسْطِ - ইনসাফ ও সুবিচারের উপর। وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ - এবং নাযিল করেছি রাজদন্ড। فِيْهِ - উহার মধ্যে রয়েছে। بَاْسٌ شَدِيْدٌ - বড় ধরনের কঠোরতা। وَ - এবং। مَنَافِعُ - বহু

www.pathagar.com

বহু কল্যাণ। لِلنَّاسِ - মানব জাতির জন্য। لِيَعْلَمَ اللّٰهُ - যেন আল্লাহ জানতে পারেন। مَنْ -কে বা কারা। يَنْصُرُهٗ - তাঁকে সাহায্য করে। وَرُسُلَهٗ - এবং তাঁর রাসূলকে। قَوِيٌّ - বড়ই শক্তিমান। عَزِيْزٌ - মহা পরাক্রমশালী।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে بَيِّنٰتٌ বাইয়েনা সহকারে পাঠিয়েছেন এর অর্থ হলো এমন নিদর্শন সহকারে পাঠিয়েছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে সত্যই তিনি আল্লাহর রাসূল। কোন নবী রাসূলকেই আল্লাহ আকাশ থেকে আওয়াজ করে পরিচয় করিয়ে দেননি যে আমি অমুকের ছেলে অমুককে নবী বা রাসূল করে পাঠিয়েছি। তোমরা তাকে মেনে চলবে। অথবা আকাশ থেকে কোন ফেরেশ্‌তাও আল্লাহ এজন্যে পাঠাননি যে তোমরা গিয়ে লোকদের বলে আসবে যে আল্লাহ অমুকের পুত্র অমুককে নবী বা রাসূল করেছেন অতএব তোমরা তাকে মেনে চলবে। এভাবে আল্লাহ কোন নবী রাসূলের বেলায়ই বলেননি। প্রত্যেক নবী রাসূলের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক গুণ ছিল যা দেখে মানুষ তাদেরকে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই মহামানব বলে মেনে নিয়েছে। পরে যখন নবী রাসূলগণ নিজেকে নবী বা রাসূল বলে দাবী করেছেন তখনই কিছু মানুষ মেনে নিয়েছে এবং মনে মনে ভেবে দেখেছে যে এত ভাল মানুষ যদি নবী না হবেন তবে কে আর নবী হবেন! যেমন আমাদের রাসূল (স) যখন সর্ব প্রথম তাঁর স্ত্রীর নিকট বললেন, আল্লাহ আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন বা আল্লাহ আমাকে নবুয়ত দান করেছেন তখন শোনা মাত্রই তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) বলে উঠলেন আপনার মত এত ভাল লোককে যদি আল্লাহ নবী না করবেন তাহলে আর কাকে নবী করবেন? আমি তা চিন্তাই করতে পারি না যে আপনার চাইতে ভাল আর কি করে মানুষ হতে পারে? অর্থাৎ খাদিজাতুল কুবরা রাসূলের স্ত্রী হিসাবে ১৫ বছরে যতটুকু চিনেছেন তাতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে এর চাইতে আরও বেশী ভাল কোন মানুষ হতে পারে না। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। কালেমা পড়ে তিনিই হলেন তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তাঁর চরিত্রের মধ্যে যেসব সৎগুণ ছিল বলে আমরা জানি যা আমরা পড়া শোনার মাধ্যমে জেনেছি তা মুখ দিয়ে তো সহজেই বলে

www.pathagar.com

ফেলি এবং কেউ বললে সহজভাবেই তা শুনে ফেলি কিন্তু তার কিছু গুণ নিজের মধ্যে তৈরী করা যায় কিনা তা কি কেউ কোনদিন ভেবে দেখেছি? যেমন তাঁর চরিত্রের একটা গুণ শুনলাম যে তিনি একদিন এক ব্যক্তির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, সে ব্যক্তিটি রাসূল (স)-কে বললেন যে ভাই, আমার একটা জরুরী কাজ আছে, আপনি একটু দাঁড়ান আমার জরুরী কাজটা সেরে আসি তার পরে আপনার সাথে কথা বলব। রাসূল (স) দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটির কাজ সারতে দেরী হয়ে গেল, ভাবল তিনি রাসূল (স) হয়ত এতক্ষণে চলে গেছেন। তাই লোকটি আর সেই পথে ফিরে না এসে অন্য পথে তাঁর বাড়ীতে চলে গেল। লোকটি সেদিন তো ফিরলই না পরের দিনও না, ৩য় দিনে তার অন্য কোন কাজ উপলক্ষে ঐ পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, দেখল রাসূল (স) সেখানে দাঁড়ান। রাসূল (স) তাকে দূর থেকে দেখেই বলে উঠলেন, কি ভাই আপনি এমন কি অসুবিধায় পড়ে গেলেন যে আপনার ফিরতে ৩ দিন সময় লেগে গেল? লোকটি তো অবাক। ভাবল মানুষ কি এমন হতে পারে? লোকটি বলল, আপনি কি এই তিন দিন ধরে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাসূল (স) বললেন থাকব না? আমি আপনাকে কথা দিলাম যে আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকব। এরপর আপনি না আসলে আমি কি করে যেতে পারি? কথাটা ছড়িয়ে গেল আরবের সর্বত্র। মানুষ এরপর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে বলতে শুরু করল আল-আমীন। কথাটা তো সহজে বলা যায় এবং সহজেই শোনা যায় কিন্তু এ ধরনের একটা কাজ কেউ কোনদিন করে দেখেছি কি? তেমন আর একদিনকার এক ঘটনা। তখন তিনি একেবারেই অল্প বয়সের। হারিয়ে গেলেন তাকে আর খুঁজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৩দিন পর পাওয়া গেল এক পাহাড়ের মাথার উপর চুপ করে বসে রয়েছেন। খুঁজে পেলেন চাচা আবু তালিব। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে বসে কি ভাবছ? বললেন বালক নবী, ভাবছি অনেক কিছুই।

চাচা ঃ তোমার কি ক্ষুদা লাগে না?

রাসূল ঃ ঐ ক্ষুদার কথাই তো ভাবছি। ভাবছি আমার মত যারা এতিম তাদেরও তো ক্ষুদা লাগে তাদের দু'টো খাবার ব্যবস্থা করা দরকার কি করে তা করা যায় তাই তো এখানে বসে ভাবছি। আর ভাবছি যাদের শীত বস্ত্র নেই, যাদের মাথায় দিয়ে শোয়ার মত বালিশ নেই, যাদের কাঁথা কম্বল নেই, তাদের কি করে তা যোগাড় করে দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

চাচা ঃ তোমার চোখে কি ঘুম নেই?

বালক নবী ঃ চাচা ! সারা দুনিয়ার মানুষ ঘুমায় এতে ঘুমের আয়াশ মেটে না? আমি একজন মানুষ মাত্র, আমি না হয় না-ই ঘুমালাম।

পরের চিন্তায় বালক নবীর চোখে ঘুম নেই। কথাটা সহজেই বলে ফেললাম এবং শুনতেও কোন অসুবিদা নেই। সহজেই শুনে ফেললাম। কিন্তু পরের চিন্তায় কেউ কি একদিন রাতজেগে দেখেছি? আমি নিজে আমার জীবনের একটা ঘটনা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এ কাজ কত কঠিন। ১৯৪৫ ইং সনে যেদিন আমার মায়ের এন্তেকাল হয়, তখন রাত প্রায় ১টা। আমার বয়স তখন ২৩ বছর। রাসূল যে বয়সে পরের চিন্তায় রাত জাগতে পারেন তার চাইতে আমার বয়স তখন প্রায় ১৪/১৫ বছর বেশী। আমার মায়ের মৃত্যুতে যখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন সারা দুনিয়াটা আমার জন্যে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন দুনিয়ায় আমার আপন বলতে আর কেউ রইল না। এ অবস্থায় আমি এ দুনিয়ায় বাঁচব কি করে? এত কিছু মনে হওয়ার পরও সে রাত্রে কোন ফাঁকে যেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু পরেই হঠাৎ জেগে উঠে মনে হলো মরা মায়ের লাশ যখন ঘরে তখনও তো আমার চোখে ঘুম আসল আর দয়ার নবীর বয়স যখন ৮/৯ বছর তখনই গরীব অসহায় ছেলেদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে বালক নবীর চোখে ঘুম ছিল না। সেদিন চিন্তা করে দেখেছিলাম যে নবী রাসূলগণের ন্যায় মন সৃষ্টি করা কত বড় কঠিন কাজ। নবী রাসূলগণের মধ্যে এই ধরনের যে সব গুণাবলী থাকে ঐগুলোই হচ্ছে নবী রাসূলগণকে চিনবার জন্য স্পষ্ট দলীল যাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে بَيِّنٰتٌ। এই ধরনের কিছু চারিত্রিক গুণের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন রাসূল (স)-এর সহধর্মিনী। তাই তিনি বলেছিলেন, এত ভাল লোককে যদি আল্লাহ নবী না করবেন তবে আর কাকে নবী করবেন। আর এর চাইতে ভাল লোক পাবেন কোথায় নবী করার জন্যে।

হযরত ইউসুফ (আ) দীর্ঘদিন হাজতে রইলেন। কোনদিনই পরিচয় দেননি যে, তিনি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ছেলে। তিনি তাঁর চরিত্র দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ভাল লোক। আর কেউ না জানলেও জুলায়খা জানত যে এর চাইতে ভাল মানুষ হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সব চারিত্রিক গুণই হচ্ছে নবী রাসূলগণকে চিনবার জন্যে 'বাইয়েনা'।

www.pathagar.com

এরপরও দেখুন যতদিন না অন্যেরা বলেছিল (হযরত ইউসুফ (আ)-কে লক্ষ্য করে) 'ইন্না নারাকা মিনাল মুহসিনীন'। 'আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভাল লোক হিসাবে দেখছি' ততদিন পর্যন্ত তিনি পরিচয় দেননি যে তিনি হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র। তাকে যখন এক বাক্যে সবাই অতি উত্তম ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার পরই তিনি পিতার পরিচয় দিয়েছেন।

এভাবে প্রত্যেক নবীই তাঁদের চরিত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে তাঁরা নবী হওয়ার যোগ্য এবং প্রমাণ করেছেন যে হেদায়াত তাঁদের দ্বারাই সাজে। কারণ তাঁরা লোকদেরকে যতটুকু ভাল হতে বলেছেন তার চাইতে অনেকগুণ বেশী ভাল হয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন যে এই দেখ আমাদের চরিত্র। আর দেখে শেখ। কিন্তু আমরা করি তার উল্টা। আফসোস যে আমরা সাজি নায়েবে রাসূল, কিন্তু বাস্তবে করি কি?..... আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত বাইয়েনা বুঝার চেষ্টা করেছি।

নবী রাসূলগণকে তাদের স্ত্রীগণই বেশী বেশী চিনতেন। [কাজেই নবী রাসূলগণকে তাদের স্ত্রীরাই প্রথমে মেনে নিয়েছেন।] এ কারণেই রাসূল বলেছেন– خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ فِىْ نِسَائِكُمْ - তোমাদের মধ্যে তাঁরাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। কারণ স্ত্রীরা স্বামীদেরকে যত বেশী চিনতে পারে ততবেশী আর কেউ চিনতে পারে না।

وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

'এবং আমি তাদের সঙ্গে কিতাব নাযিল করেছি'। এখান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহ লোকদেরকে পথ দেখানোর জন্যে শুধু নবী পাঠাননি, বরং নবী রাসূলগণের পথ দেখানোর জন্যে কিতাবও পাঠিয়েছেন এখানে আমাদের ভেবে দেখতে হবে আল্লাহ যে নবী পাঠালেন তাঁরই গুরুত্ব কতটুকু এবং তাঁদের সঙ্গে যে কিতাব নাযিল করলেন তারই বা গুরুত্ব আমাদের নিকট কতটুকু।

দেখুন, বিবেকের দাবী হচ্ছে এই যে, যে যা বানাবে সে তার ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিবে এবং এই মূলনীতিকে বাদ দিয়ে সভ্য জগতের কোন কিছুই চালু নেই বা থাকতে পারে না।

যেমন দেখুন যিনি আকাশযান তৈরী করেছেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা

www.pathagar.com

কিভাবে চালাতে হবে তার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। যে নিয়ম-কানুনের মধ্যে রয়েছেঃ

১। উড়তে হলে কেমন স্থান থেকে উড়তে পারবে। সে স্থানটা কিভাবে তৈরী করতে হবে তার জন্যে বিশেষ কায়দায় নির্মিত রানওয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অবতরণের জন্যে প্লেনের গতিটা কিভাবে ক্রমান্বয়ে কমাতে হবে, বায়ুকে কিভাবে কাজে লাগালে আছাড় খেয়ে পড়বে না তার জন্যে পাখার মধ্যে কি কি বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে ঠিক সেই মুতাবিক তা প্লেনের গঠন পদ্ধতি হতে হবে সে সব কিছুর ব্যবস্থা করা।

৩। উড়ার সময় কোন পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে উপরে যাওয়া যাবে এবং কোন পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে নীচে নামা যাবে তার ব্যবস্থা থাকা। চলতে চলতে যদি হঠাৎ ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় তাহলে যাত্রীদের বাঁচানোর কি উপায় করা যাবে তার ব্যবস্থা করা।

৪। কোন জায়গায় যেতে হলে কোন্ দিকে কত ডিগ্রি কোণ করে চললে গন্তব্য স্থানে যাওয়া যাবে। ঠিক সেই দিকেই যেন চালান যায় তার নিয়ম পদ্ধতি থাকা।

৫। যেখানে নামতে চাচ্ছি সেখানে নামার মত পরিবেশ বা অনুকূল আবহাওয়া আছে কিনা তা আকাশে বসেই জানার ব্যবস্থা থাকা।

৬। এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটি থাকার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু ধরনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন একটা আকাশযানকে আকাশে উড়তে দেয়ার জন্যে। আর এসব কিছুর শিক্ষা দেয়ার জন্যে তারই পক্ষ থেকে শিক্ষক থাকা দরকার যিনি আকাশযান তৈরী করেছেন এবং তার থেকেই থাকা দরকার একখানা গাইড বুকের।

ঠিক তেমনি যিনিই যা তৈরী করেছেন তার পক্ষ থেকেই থাকে তা চালনার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়ার শিক্ষক এবং গাইড বুক।

এটা যে কারণে প্রয়োজন ঠিক সেই একই কারণে প্রয়োজন যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁকে তা চালানোর ব্যবস্থা করা। তিনি তা করেছেনও। তিনি এই যে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এর মাত্র একটা বিষয়ের উপর যদি মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে তাহলেই মানুষের মাথা হেঁট হয়ে আসবে এবং তার অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে

www.pathagar.com

'রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান'–'হে প্রভু! তুমি এর কোন একটিও বিনা পরিকল্পনায় ও অযথা সৃষ্টি করনি।' দেখুন না পৃথিবীর দিকে চিন্তা করে যে এত বিরাট ভারী পৃথিবী কি করে শূন্য ভরে রয়েছে। কি করে একটা সুনির্ধারিত নিয়মে দিন রাত হচ্ছে। কিভাবে ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। কি করে বছর পুরতিতে কোন গরমিল নেই। এভাবে এক একটা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করুন আর চিন্তা করুন তাঁর সৃষ্টি কৌশলের দিকে। তাহলে দেখবেন আপনার মাথায় কত সত্য ভেসে উঠবে বা ধরা পড়বে।

আর সেই আল্লাহই যখন মানব জাতিকে জ্ঞান-বুদ্ধি আহরণের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করলেন সেই মানব জাতিকে কিভাবে চলতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্যে কি শিক্ষক এবং গাইড বুক দরকার হবে না? যার দরকার হয় সামান্য একটা মটরগাড়ী তৈরী করলেও। এবার চিন্তা করুন যারা যে কোন মেশিন চালায় তারা কি সেই মেশিনটা হাতে পেয়ে তার নিজের খেয়াল খুশি মুতাবিক চালায়? নাকি যে ব্যক্তি মেশিন তৈরী করেছেন তার শেখানো নিয়ম পদ্ধতিমুতাবিক চালায়? এ প্রশ্নের জবাবে একটা অবুঝ বালকও বলবে যে, যিনি যে মেশিন তৈরী করেছেন তাঁরই শেখানো পদ্ধতিতে সে মেশিন চালাতে হয়। ধরুন একটা বাসে করে আপনি ভ্রমণ করছেন, সেই বাসের ড্রাইভার যদি গর্ব ভরে মনে করে যে আমি গাড়ী চালাব আমার খেয়াল খুশী মুতাবিক। তাহলে বলুন তো সে গাড়ীর যাত্রীদের কি অবস্থা হবে? এসব যখন আমরা ভালই বুঝি তখন এ কথা কেন বুঝব না যে যিনি এই বিরাট পৃথিবীকে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন আর যেখানে বিবেক বৃদ্ধি সম্পন্ন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন সেখানে তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক আর কি দরকার, তা কি সৃষ্টি করেননি? বিবেক বলবে হাঁ, অবশ্যই সৃষ্টি করেছেন। তার জন্যে দরকার হচ্ছে কিভাবে এই মানব জাতিকে চলতে হবে তার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষকের সঙ্গে একখানা গাইড বুক থাকা। এই দরকার পূরণ করার জন্যই আল্লাহ পাঠিয়েছেন নবী রাসূলগণকে শিক্ষক হিসাবে এবং তাঁর সঙ্গে কিতাব পাঠিয়েছেন আইন বই হিসাবে। এই পাঠানোর কথাটাই আল্লাহ বললেন–وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ এবং নাযিল করেছি তাঁদের (নবী রাসূলগণের) সঙ্গে কিতাব।

এখন পুনঃ ভেবে দেখতে হবে, তাহলে রাসূলের পজিশনটা কি হবে আমাদের নিকট? অর্থাৎ তাঁকে আমরা কি হিসাবে মানব এবং মানার

www.pathagar.com

ধরনটা কিরূপ হবে? এখানে বিবেক বলবে, যেহেতু তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরিত, তাই আমরা একমাত্র তারই দেখানো পথে চলব এবং তাকেই একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসাবে মেনে নেব। এরপরও প্রশ্ন, মানার ধরনটা তাহলে কিরূপ হবে। এটা বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরে নিন, আমরা যে কোন কারণে বা যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোন এক অজানা অচেনা ভূমিতে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্যে ছোট বড় নারী-পুরুষ জ্ঞানি-অ-জ্ঞানী শিক্ষিত অশিক্ষিত সব ধরনের মানুষই রয়েছে এবং সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা যাবে না আর সে স্থান আমাদের জন্য কোন স্থায়ী ঠিকানা নয়। আমাদেরকে সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু কোন পথে বাড়ি ফিরতে পারব সে পথ আমাদের কারোই জানা নেই। এমন সময় যদি কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে বলে যে, আমি সে পথ চিনি আর আমি যে সত্যই পথ চিনি তার জন্যে একমাত্র আমার নিকটই এমন কিছু 'বাইয়্যেনা' বা প্রমাণাদি আছে যা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করবে যে আমি সত্যই পথ চিনি। অতঃপর আমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিও যদি সাক্ষ্য দেয় যে হ্যাঁ, এ ব্যক্তি সত্যই পথ চেনেন তখন বলুন একমাত্র নিজের স্বার্থেই অর্থাৎ নিজ ঘরে ফিরে আসার জন্যই কি তার দেখানো পথে চলব না? বিবেক বলবে যে হ্যাঁ, তা চলতে হবে। যদি সে স্থানটা এমন হয় যে সে জায়গা ছাড়তেই হবে এবং যিনি পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন হয় তার দেখানো পথে চলতে হবে নাইলে অন্য যে কোন দিকে গিয়ে ঐ স্থানটা খালি করে দিতে হবে। সেখানে অন্যেরা এসে আবার কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। কিন্তু সে মাঠের অবস্থান যদি এমন জায়গায় হয় যেখান থেকে দেশে ফিরে আসার একটাই মাত্র সঠিক রাস্তা (আর অন্য রাস্তাগুলো বেঠিক)। যিনি রাস্তার সন্ধান দিচ্ছেন তিনিই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। আর অন্য যে কোন রাস্তায় গেলেই ভুল পথে যাওয়া হবে এবং প্রতিটি ভুল পথের সামনেই রয়েছে এমন হিংস্র জানোয়ার যে তাদের সামনে দিয়ে যাকেই পথ চলতে দেখবে তাকেই সে ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে ফেলবে। পথ প্রদর্শক তা বলেও দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় দুনিয়ায় এমন কোন পাগলও কি আছে যে সে তার নিজের ইচ্ছে মত চলবে? তা কেউ চলবে না। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি যে ঠিক সেই ধরনেরই একটা মাঠে আমরা অবস্থান করছি এবং এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, চলে যেতেই হবে, এখন চলব কোন

www.pathagar.com

পথে? যে পথে গিয়ে নিজের বেহেশতের বাড়িতে পৌছা যাবে সেই পথে নাকি যে পথে গেলে জাহান্নামের ভয়াবহ গহবরে ঢুকতে হবে সেই পথে?

এসব কথা জ্ঞানে ধরা পড়ার পরও যারা রাসূলের দেখানো পথে না চলে অন্য কারও দেখানো পথে চলে তা সে মাওসেতুং এর পথই হোক বা লেনিন কার্লমার্কস এর পথই হোক বা x y z যারই পথে হোক না কেন, যারই পথে চলব প্রকারান্তরে তাকে রাসূলের মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে। আর এভাবে যারা রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে রাসূলের মর্যাদা দেয় তারা রেসালাতে শরীক করে। ফলে তারা বিপথগামী– তাদেরই পথের সামনে জাহান্নাম হা করে বসে রয়েছে। রাসূল (স)-কে পথ প্রদর্শক হিসাবে মানা যে কত জরুরী তা সম্ভবতঃ আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি। এবার আরও জানতে ও বুঝতে হবে যে রাসূলকে কিভাবে মানতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ আছে কিনা। হ্যাঁ, নির্দেশ তো অবশ্যই আছে। কিভাবে আছে আসুন তা কিছুটা বুঝার চেষ্টা করি। সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

আল্লাহ রাসূলকে সম্বোধন করে বলছেন– 'আমি তোমার রবের কসম করে বলছি। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার নয় যতক্ষণ না তাঁরা তাদের ভিতরকার যাবতীয় মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে তোমাকে হাকিম মানবে'। এখান থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হলো আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আমাদের উপর হাকিমও নিযুক্ত করেছেন এবং আল্লাহর নিয়োজিত হাকিমের ফয়সালা যারা মানবে না তাদের কথা আল্লাহ কসম করে বলছেন যে তারা ঈমানদার নয়। এবার আসুন আমরা একটু চিন্তা করে বুঝি যে, আমরা হাকিমকে কিভাবে মানি আর রাসূলকে (স) যদি হাকিমই মানতে হয় তাহলে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হাকিম হিসাবে মানব এবং কিভাবে মানব। আসুন একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝার চেষ্টা করি। ধরে নিন আপনার কোন লোককে কোর্ট থেকে জামিন দিয়ে আনতে হবে। আপনি উকিলের মাধ্যমে কোর্টের হাকিমের নিকট জামিনের দরখাস্ত পেশ করলেন। কিন্তু হাকিম তা মঞ্জুর করলেন না। এখন যদি উকিল সাহেব বলেন যে ঠিক আছে জামিনটা আমিই মঞ্জুর করে দিচ্ছি। বলুন, তাতে কি জামিন হবে? তা হবে না। কেন হবে না? হবে না এই জন্য যে উকিল সাহেব জামিন

www.pathagar.com

মঞ্জুর করার জন্য সরকার কর্তৃক কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নন। আর হাকিম মঞ্জুর করলে জামিন হবে, তার কারণ হাকিম হচ্ছেন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ঠিক তেমনই রাসূল হচ্ছেন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানবগোষ্ঠীর জীবন-বিধান কি হবে তা বলে দেয়ার অধিকার রাখেন। এ অধিকার আল্লাহ আর কাউকে দেননি। কাজেই রাসূল (স)-কে আমাদের মানতে হবে এই হিসাবে যে তিনিই একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি আমাদের জীবন বিধান দান করবেন এবং আমাদের মধ্যকার যাবতীয় মতবিরোধের একমাত্র মীমাংসাকারী অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে যদি আমাদের কোন দুই ব্যক্তি বা দুই দল পরস্পর ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হই তাহলে আমাদের উভয় পক্ষকেই বলতে হবে যে, এস ভাই আমরা এ ব্যাপারে নিজেরা কোন ঝগড়ায় না গিয়ে দেখি রাসূল (স) এ ব্যাপারে কি ফয়সালা দিয়েছেন, তিনি যা বলেছেন এস আমরা তাই মেনে নেই। তা সে ফয়সালা আমার পক্ষেই যাক কিংবা আমার বিপক্ষেই যাক। এই ধরনের বলার মত মনমানসিকতা যখন আমাদের মধ্যে গড়ে উঠবে তখনই আল্লাহর ভাষায় আমরা ঈমানদার; এর পূর্ব পর্যন্ত আমরা কেউই ঈমানদার নই। এ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের।

এরপর আসুন বুঝি وَالْمِيْزَانَ অর্থাৎ 'দাঁড়িপাল্লা' কিন্তু এ পাল্লা সেই পাল্লা নয় যে পাল্লায় বাজার থেকে আমরা চাউল, ডাইল ও তরিতরকারী ওজন করে কিনে থাকি। এ হচ্ছে এমন এক পাল্লা যে পাল্লার এক পার্শ্বে দেশের প্রেসিডেন্টকে আর অপর পার্শ্বে দেশের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের কোন লোককে দাঁড় করিয়ে দিলে দুই পাশই সমান হবে। অর্থাৎ দেশের আইন-কানুন দেশের প্রেসিডেন্টকেও যতটুকু মৌলিক অধিকার ভোগ করতে দেবে ঠিক ততটুকু মৌলিক অধিকার ভোগ করবে দেশের প্রতিটি আদম সন্তান। অর্থাৎ আল্লাহ পাক কিতাবে এমন সব আইন-কানুন ও বিধি-বিধান নাযিল করেছেন যে বিধানগুলোই মানুষের মধ্যে প্রতিটি ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করবে। এক দিকে কেউ আকাশ ছোঁয়া ধনীও হতে পারবে না অপর দিকে কেউ সর্বহারাও হতে পারবে না। এমনও হতে পারবে না যে, একদিকে কেউ থাকবে আইনের উর্দ্ধে, যা খুশি তাই করবে আর অপর দিকে কেউ থাকবে হাজত খানার কয়েদীর ন্যায়-মানবেতর

www.pathagar.com

জীবন-যাপন করবে। এই ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ আইনই হচ্ছে اَلْمِيْزَانْ যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। এই পর্যন্ত আমাদের সামনে আসল যে আল্লাহ শুধু নবী রাসূল পাঠাননি বরং নবী রাসূলগণের সঙ্গে পাঠিয়েছেন (১) কিতাব (২) যে কিতাবে রয়েছে ভারসাম্য রক্ষা করার মত আইন-কানুন। এরপর দেখা যাক আল্লাহ এই কিতাব এবং মিযান কেন নাযিল করেছেন। এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহই বলছেন, لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ কিতাব ও মিযান এই জন্যে নাযিল করা হয়েছে, "যেন মানুষ ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ চান মানুষ প্রতিষ্ঠিত হোক ন্যায়ের উপর- কিন্তু প্রশ্ন হলো, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে কি করে এবং কে তা করবে? এর জবাব হচ্ছে এই যে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে তা শিক্ষা দেয়া আল্লাহরই কাজ। কারণ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা দেয়া তাঁরই দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং পাঠিয়েছেন তৎসহ কিতাব যাতে রয়েছে ভারসাম্য বজায় রাখার মত আইন-কানুন য'দ্বারা মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কে করে দেবে? এখানে আল্লাহর বাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় لِيَقُوْمَ النَّاسُ এর মধ্যে نَاسْ হয়েছে فَاعِلْ বা কর্তা, ফলে এর বাংলা অর্থ হবে, "যেন প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষ।" আর যদি اَلنَّاسْ হত অর্থাৎ نَاسْ এর শেষ অক্ষরে যদি যবর হত তাহলে বাংলায় অর্থ হতো, "যেন প্রতিষ্ঠিত করা যায় মানুষকে।" আল্লাহ যেভাবে মানুষকে কর্তৃকারক করে বলেছেন, এর থেকে বুঝানো হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত হতে যে নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়া দরকার তা দেয়া আল্লাহর কাজ কিন্তু সেই আইন-কানুন মেনে নিয়ে বা সেই আইনের রাষ্ট্র তৈরি করে নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর নয়, ঐ দায়িত্ব মানুষের। نَاسْ শব্দের উপর যদি যবর দেয়া হত তাহলে এ কাজের فَاعِلْ হতেন আল্লাহ। অর্থাৎ তার মানে হত আল্লাহ নিজে সংগ্রাম করে ইসলামী আইনের রাজ কায়েম করে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ সে ভাবে বলেননি।

www.pathagar.com

বলেছেন যে আইন দিয়েছি আমি আর তা কায়েম করার দায়িত্ব মানুষের। ফলে আল্লাহর যা দেয়া দরকার তা তিনি দিয়েই দিয়েছেন। এখন সেই মুতাবিক যদি রাষ্ট্র আমরা গড়ে নেই তাহলেই আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারব আর যদি আমরা তা না করি তবে আমরা ভুগব নানা প্রকারের অশান্তিতে– ইহকালে ও পরকালে। এর দায়-দায়িত্ব সবই বর্তাবে আমাদের উপর। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং সব ধরনের কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা ইচ্ছে করলে সমাজকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ইচ্ছা করলে অন্যায়ের উপরও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আল্লাহ শুধু দেখবেন যে মানুষ কি করে। ভাল কাজ করলে তার ভাল ফল পাবে আর মন্দ কাজ করলে তার মন্দ ফল পাবে। আর মানুষ যখন অন্যায় করে অন্যায়ের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন আর আল্লাহ তাদের সময় দেন না, যেমন সময় দেননি নমরূদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ ও আদ-সামুদ জাতিকে।

সমাজকে কিভাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়

সমাজকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কুরআন-হাদীস মুতাবিক প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যথা–

(১) (ক) শাসন ব্যবস্থা
(খ) বিচার ব্যবস্থা
(গ) আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা
(ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থা এবং
(ঙ) প্রচার ব্যবস্থা ও প্রচার যন্ত্রগুলোর ব্যবহার।
এসবই হতে হবে সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস মুতাবিক।

(২) এ সব ব্যবস্থাপনা তাদেরই হাতে থাকতে হবে যারা সর্বাপেক্ষা সৎ, যোগ্য ও ঈমানদার। তাদের মন মানসিকতা এমন হতে হবে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা চান তারাও মনে প্রাণে তাই চান। তাদের মধ্যে থাকতে পারবেনা ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ, লোভ-লালসা ও স্বজন-প্রীতি। তবেই সমাজকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

এরপর বলা হয়েছে وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ এবং নাযিল করেছি হাদীদ।

www.pathagar.com

হাদীদ সম্পর্কে যখন বলা হয়েছে خَلَقَ তখন হাদীদের অর্থ লোহা। যেমন আল্লাহ বলেছেন- خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু যমীনের মধ্যে রয়েছে তার সব কিছুই। এখানে বুঝানো হয়েছে যমীনের মধ্যে যত প্রকার ধাতব বা তৈলজাত বা গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে যার মধ্যে লোহাও রয়েছে যা উপর থেকে নীচে আসে। যেমন উপর থেকে বৃষ্টিপাত হয় সেটাকেও নাযিল বলা হয়েছে। কিতাব আসে উপর থেকে, তাই কিতাবও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন লোহাকে নাযিল করার কথা বলা হলো কেন? লোহা তো আর বৃষ্টির মত উপর থেকে পড়ে না। কাজেই এখানে হাদীদ অর্থ লোহা নয়, হাদীদ অর্থ লোহার ন্যায় শক্ত এমন কিছু যা আল্লাহ কিতাবের মধ্যে বা কিতাবের সঙ্গে নাযিল করেছেন। সেটা হচ্ছে রাজদণ্ড। এখানে হাদীদ অর্থ রাজদণ্ড বা রাজ আইন। কাজেই তা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে যা পূর্বাপর কথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আরবী সহ প্রতি ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ আছে যা এক এক স্থানে এক এক অর্থ দেয়। যেমন মানুষ যখন মু'মেন তখন সে মু'মেনের অর্থ বিশ্বাসী কিন্তু আল্লাহর নাম যখন মু'মেন তখন সেই মু'মেন অর্থ নিরাপত্তা দানকারী। যেমন ক্রিয়া যখন ব্যাকরণে তখন ক্রিয়ার অর্থ ইংরেজির আর যখন Verb কোন কবিরাজী বইয়ে তখন ক্রিয়ার অর্থ ইংরেজির Action.

ঠিক তদ্রূপ হাদীদ যখন সৃষ্ট বস্তু তখন হাদীদ অর্থ লোহা। কিন্তু হাদীদ যখন নাযিল করা হয় তখন ঐ হাদীদ লোহা নয়; ওটা তখন রাজদণ্ড। এবার দেখুন তার পরের শব্দটা কি? এরপর বলা হয়েছে- فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ যার মধ্যে রয়েছে দারুণ কঠোরতাপূর্ণ শক্তি এবং রয়েছে মানব জাতির জন্য বহুত বহুত ফায়দা। দেখুন পূর্বে বলা কথার সঙ্গে এ কথাটা কত সঙ্গতিপূর্ণ যে পূর্বে বলা হয়েছে আমি নবী-রাসূলগণের সঙ্গে কিতাব ও ভারসাম্য পূর্ণ আইন নাযিল করেছি যেন মানুষ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ন্যায় ও ইনসাফের উপর।

এখন প্রশ্ন, সেই কুরআন তো আমাদের হাতেই রয়েছে, তবে কেন আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারছি না? পারছি না তার একমাত্র

www.pathagar.com

কারণ হলো রাজদণ্ড ঈমানদারদের হাতে নেই। ভিন্ন কথায় রাজদণ্ডকে আল্লাহর আইন মুতাবিক কাজে লাগান হচ্ছে না যার কারণে মানুষ ন্যায় ইনসাফ থেকে বঞ্চিত। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ন্যায় ইনসাফের উপর মানুষ যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য নাযিল করা হয়েছে রাজদণ্ড অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা হবে কোন আইনে, সার্বভৌমত্বের মালিক হবেন কে, আইন রচনা করার অধিকার থাকবে কার? জবাব হচ্ছে, থাকবে আল্লাহর। আর আল্লাহর আইন কি করে সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে এসব কিছুর জন্য আল-কুরআনে তিনি বিধান নাযিল করেছেন, যে বিধানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে লোহার। যেমন লোহার দ্বারা তৈরি এমন বহু অস্ত্র রয়েছে যার ব্যবহার শুধু তারাই করতে পারে যাদের হাতে রাজশক্তি থাকে। আর এ শক্তি যেটা আল্লাহর নির্ধারিত করে দেয়া তা এত শক্ত যার সমতুল্য কড়া শক্ত আইন আর কোন রাজ আইনের নেই। যেমন, ধরুন ইসলামে রয়েছে চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। রাসূলের যামানায় ইসলামের হাতে রাজশক্তি আসার পর কোরাইশ বংশে ফাতেমা নামের একটা মেয়ে চুরি করলে তার শাস্তি ঘোষণা করলেন খোদ আল্লাহর রাসূল যে তার হাত কেটে দিতে হবে এরপর সুপারিশ আসল বিভিন্ন মহল থেকে। এমন কি উম্মাহাতুল মুমেনীনদের (রাসূলের স্ত্রীগণ) পক্ষ থেকেও সুপারিশ এল যে একে তো কোরাইশ বংশের মেয়ে তার উপর নাম ফাতেমা। হয়ত কিছুদিন পরে লোকে বলতে পারে যে রাসূলের মেয়ে চুরি করেছিল তাই তার হাত কাটা গিয়েছিল। রাসূল (সঃ) সুপারিশের জবাবে বললেন, খোদ আমার নিজের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। কারণ এটা আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। এতে কম বেশি করার কোন অধিকার আমার নেই। যেমন নেই কোন ফরজ নামায ৪ রাকয়াতের স্থলে ৫ রাকয়াত করা বা ৩ রাকয়াত করার। অতঃপর কোন সুপারিশে কাজ হল না, তার হাত কাটাই হলো। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে গেল সর্বত্র যে, কোন সুপারিশ কাজে লাগেনি। আর যেনারও শাস্তি দেয়া হলো যখন কড়া হাতে তখন গোটা আরব জাহানের অবস্থা এরূপ যে কয়েক যুগ পর্যন্ত কেউই আর চুরি করেনি এবং কোন বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়নি। মানুষ বাস করল মহা শান্তিতে। এই জন্যই বলা হয়েছে আল্লাহর দেয়া আইনের মধ্যে রয়েছে- بَأْسٌ شَدِيدٌ অত্যন্ত কঠোরতাপূর্ণ শক্তি। আর রয়েছে مَنَافِعُ لِلنَّاسِ মানব জাতির জন্য মহাকল্যাণ। এ কল্যাণ তখনই আসবে

www.pathagar.com

যখন অত্যন্ত কঠোর হাতে অপরাধ দমন করা হবে। এ আয়াতের আরেকটি অর্থও করা হয় যার কোনটিই পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়া নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যুক্তিগ্রাহ্য এবং পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। ২য় ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই যে, এই রাজদণ্ড যখন ইসলাম বিরোধীদের হাতে থাকে তখন রাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকের জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে অবস্থাকে বলা হয়েছে–بَأْسٌ شَدِيْدٌ আর যখনই এ শক্তি আল্লাহ ওয়ালাদের হাতে আসে তখনই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জীবনে আসে مَنَافِعُ বা বহুত বহুত কল্যাণ। এরপর আল্লাহ বললেন–

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ জেনে নিবেন যে কে বা কারা আল্লাহকে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ ইতিপূর্বে যে কথাগুলো বললেন তার পরপরই একই আয়াতের মধ্যে বলছেন যে আল্লাহ জেনে নিতে চান যে কে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে না দেখে সাহায্য করবে। এর অর্থ কি? অর্থাৎ কি ব্যাপারে বা কোন কাজে আল্লাহকে আমরা সাহায্য করতে পারি। আর তা কি ভাবে করব। এইটাই হচ্ছে এখানে একটা বড় প্রশ্ন। এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ সেই কাজে সাহায্য চান যা এতক্ষণ বলা হলো। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া কিতাবে বর্ণিত আইন-কানুন মুতাবিক একটা রাষ্ট্র গড়তে হলে তার জন্যে যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা দরকার। দরকার আন্দোলনের, দরকার সংগ্রামের, দরকার জিহাদের। এসব এমন দরকার যা বিহনে একটা ভিন্ন মতাদর্শের রাষ্ট্র গড়া যায় না। কাজেই আল্লাহ সাহায্য চান যে কে আছ তোমরা একটা ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার ব্যাপারে আন্দোলন করবে, সংগ্রাম করবে, জিহাদ করবে, প্রয়োজন হলে শহীদ হবে। এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে আল্লাহ কি অক্ষম যে তিনি সাহায্য চান? এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ অবশ্যই অক্ষম নন। আল্লাহ তার বান্দার জন্যে সেই কাজই করবেন যা তারা বান্দারা নিজেদের জন্য চাইবে। যেমন কেউ পড়াশোনা করে আর আল্লাহকে বলে যে আল্লাহ আমাকে পাশ করিয়ে দাও; আল্লাহ তাকে পাশ করান কিন্তু কোন দিনই পড়ে না, কোথাও সে ছাত্রও নয়, এমন কেউ যদি ফরিয়াদ করে করে মাথা ঠুকে মরে আর বলে যে আল্লাহ আমাকে এম. এ পাশ করিয়ে দাও তবে সে

www.pathagar.com

মোনাজাত কবুল হওয়া আল্লাহর বিধানের বাইরে। ঠিক তেমনই মানুষ যখন চাইবে যে আমরা সমাজে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চাই, এটা আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য একান্ত প্রয়োজন, এই প্রয়োজনের অনুভূতি যদি সৃষ্টি হয় আর সেই মুতাবিক যদি আমরা কাজ শুরু করি তবেই আল্লাহ আমাদের সে কাজে সাহায্য করবেন। কিন্তু এ কথা বলা হয়েছে ভিন্ন কায়দায়। বলা হয়েছে আল্লাহকে সাহায্য করার কথা। এখানে প্রশ্ন আমরা আল্লাহকে সাহায্য করব, না আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন কিন্তু তবু কেন বললেন যে আমি দেখতে চাই কে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। একথাটার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহের ঘোষণা, যা চিন্তা করলে মাথায় ধরা পড়বে, নইলে বুঝা যাবে না। যেমন ধরুন আল্লাহ যদি আমাদের সাহায্য করেন তাহলে সাহায্য করলেন বলে আল্লাহর কিছু পাওনা হয় আমাদের কাছে। কারণ তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু আল্লাহ যদি আমাদের নিকট কিছু পাওনা করেন তবে আমরা কি তা পরিশোধ করতে পারব? এমন কোন সঙ্গতি আমাদের কি আছে? তা অবশ্যই নেই। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করি তাহলে তার বিনিময়ে আল্লাহর নিকট আমাদের কিছু পাওনা হয়। আর আমরা যদি কিছু পাওনা করতে পারি তাহলে আল্লাহ তা দিতে পারেন। দিতে পারেন পাওনার চাইতে অনেক গুণ বেশি করে। এই জন্যই বলেছেন যে, তোমরা যা করবে তোমাদের ভালোর জন্য ঐটাকেই আমি ধরে নেব তোমরা আমার কাজ করছ। তাহলে তোমাদের কাজ করেই তোমরা আমার নিকট থেকে বিনিময় পাবে। এইটা আল্লাহর একটা বিরাট অনুগ্রহ। দুনিয়াবী কাজ থেকে আসুন এর একটা উদাহরণ নেইঃ ধরুন আমরা পাড়া গাঁয়ে বাস করি। যেখান থেকে উপজেলা ও জেলা শহরের সাথে কোন সড়ক যোগাযোগ নেই। আমাদের যাতায়াতে ভীষণ কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় ধরে নিন দেশের প্রেসিডেন্ট চাইলেন যে, সেখানে একটা রাস্তা করে দিবেন। এ রাস্তায় প্রেসিডেন্ট নিজে চলাফেরা করবেন না; চলব আমরাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেখানে গিয়ে বললেন– আমি তোমাদের রাস্তা করে দিতে চাই, যে রাস্তার প্রয়োজন তোমাদেরই। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, আমাকে তোমরা সাহায্য করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম– কিভাবে সাহায্য করতে পারব। প্রেসিডেন্ট বললেন তোমরা যা পারবে তা-ই তোমাদের করতে বলব। তোমরা ঝুড়ি কোদাল এনে মাটি কাটবে। তোমাদের চলার রাস্তা

www.pathagar.com

তোমরাই বেঁধে নেবে। আমি তোমাদের মজুরী দেব, টাকা পয়সা দেব, দরকার হলে ঝুড়ি, কোদাল কিনে দেব। ইট, খোয়া, নুড়ি, পিচ যা লাগে সবই দেব কিন্তু গায়ে খাটতে হবে তোমাদের। যে খাটুনির মজুরিটা কিছুমাত্র কম করা হবে না।

অতঃপর যা যা দরকার সবই দেশের প্রেসিডেন্ট দিলেন, কাজের মজুরি দিলেন। আমরা মেহনত করে রাস্তা তৈরি করে নিলাম সে রাস্তা দিয়ে চলব আমরাই। বলুন তো রাস্তা তৈরির ব্যাপারে কে কাকে সাহায্য করল? আমরা প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করলাম, না প্রেসিডেন্ট আমাদের সাহায্য করলেন। যদি বলেন প্রেসিডেন্ট আমাদের সাহায্য করেছেন তাহলে কথাটা তো খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়। কিন্তু তাতে প্রেসিডেন্টের কাছে আমাদের কিছুই পাওনা হয় না। ইট, সুরকি, পাথর, বালি পিচ ইত্যাদি এর একটা কিছুও পাওনা হয় না, এমনকি মজুরিও পাওনা হয় না। আর যদি আমরা প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করি তাহলে এ সব কিছুই প্রেসিডেন্টের নিকট আমাদের পাওনা হয়। এখন প্রশ্ন, রাস্তা করে নেয়ার দায়িত্ব কি আমাদের নাকি প্রতিষ্ঠিত সরকারের। যদি এ দায়িত্ব আমাদের হয় তবে এ কাজের জন্য কেউ আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য নন। আর এ কাজ যদি খোদ সরকারের দায়িত্বে হয় তবে সরকার আমাদের কাছে তার কাজে সাহায্য চাইতে পারেন। আসলে রাস্তা করে দেয়ার দায়িত্ব কিন্তু সরকারেরই। তবে স্থানীয় লোক সাহায্য না করলে সরকার তা করে দেবেন না। ঠিক অদ্রূপ আমাদের জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুই করে দেয়া রব হিসাবে আল্লাহর কাজ কিন্তু আমরা যদি গায়ে খেটে কাজ শুরু না করি তাহলে ইসলামী হুকুমত তিনি দিবেন না। আর যদি জান দিয়ে কাজ করি তবে তার ফায়দা লুটব আমরাই। কিন্তু মাঝখান থেকে মজুরি দিবেন আল্লাহ এবং তিনি বলবেন যে তোমরা আমার কাজে সাহায্য করেছ।

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিরাট মেহেরবানী। মদিনার আনসার যারা মক্কার মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন তারা কাকে সাহায্য করলেন বলে তাদেরকে আনসার বা সাহায্যকারী বলা হয়? আমরা বলব, তারা মুহাজিরদের সাহায্যকারী বলে তাদের আনসার বলা হয় কিন্তু এ কথাটাকেই আল্লাহ মেহেরবাণী করে ভিন্ন অর্থে ধরেন, সে অর্থ হলো আল্লাহ বলেন মুহাজিরদের পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব আমার। কারণ তারা আমারই উদ্দেশ্যে হিজরাত করেছে। তোমরা যদি তাদের সাহায্য কর

www.pathagar.com

তাহলে প্রকারান্তরে আমাকেই সাহায্য করা হবে। আর যদি তোমরা তাদের সাহায্য না কর তাহলে আমি প্রত্যক্ষভাবেও তাদের সাহায্য করতে পারি সিনাই উপত্যকায় হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী সাথীদেরকে যেভাবে আকাশ থেকে মান্না সালওয়া দিয়ে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন সেভাবেও, অথবা যে কোন উপায়ে আল্লাহ তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন কিন্তু তা না করে আল্লাহ চাইলেন যে মদিনার মুসলমানরা মক্কার মুহাজিরদের পুনর্বাসনের কাজে আমাকে সাহায্য করুক। আর আমি তাদেরকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেই, যেন এই সাহায্য করার বিনিময়ে তাদেরকে কেয়ামতের মাঠে পুরস্কৃত করতে পারি। এরপর প্রশ্ন, রাসূল (স)-কেও তো সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, তাহলে কি আল্লাহকে সাহায্য করলে রাসূল (স)-কেও সাহায্য করা হয়? হ্যাঁ হয়। হয় এই জন্য যে আল্লাহ মানব সমাজকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে গড়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন। তাই ঠিক যে কাজেই রাসূল (স)-কে সাহায্য করা হয় সেই কাজেই প্রকারান্তরে আল্লাহকে সাহায্য করা হয়। আবার যে কাজে আল্লাহকে সাহায্য করা হয় সেই কাজেই রাসূল (স)-কে সাহায্য করা হয় বলে আল্লাহ স্বীকার করেন। এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট মেহেরবাণী।

এ আয়াতের শেষ কথা হলো إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর এবং মহা পরাক্রমশালী।" প্রশ্ন, এই কথা বলে কেন আয়াতকে শেষ করা হলো? এর কারণ এই যে সারা দুনিয়ার মানুষের নিকট এইটা স্বীকৃত যে যারই শক্তি বেশি এবং যিনিই মহা পরাক্রমশালী তারই আইন শেষ পর্যন্ত মানুষ মেনে চলতে বাধ্য হয়। সেই মহা সত্যটাকে উল্লেখ করেই আয়াতের ইতি টানা হলো যেন মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় যিনি মহাশক্তির মালিক এবং যিনি মহা পরাক্রমশালী তাঁর আওতার বাইরে যেহেতু পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই তাই তিনি যা বলেছেন তা যেন আমরা মেনে নেই এবং সেই মুতাবিক যেন সমাজকে গড়ে তুলি। যে সমাজে আল্লাহর নাযিল করা আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং মানুষ যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ন্যায় ও ইনসাফের উপর।

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি এবং চেতনা জাগ্রত রাখার জন্য আল্লাহ আল-কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন যে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং আসমান ও যমীনে শুধুমাত্র তাঁরই আইন চলবে। আর অন্য কারও আইনই চলতে পারে না। কিন্তু মানুষ যারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন মুতাবিক সমাজ চালায় তারা তা চালাতে পারে কি করে? এটা একটা প্রশ্ন বটে। এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে আল্লাহ মানুষকে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন যে সে আসলে কি ধরনের উজরাত বা পাওনা আল্লাহর কাছ থেকে পেতে পারে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তাকে (মানব জাতিকে) জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভাল-মন্দের বুঝ শক্তি দিয়েছেন। সঠিক পথ কোনটি তা তারা বুঝে। এখন যার মন চায় সৎপথে চলুক, মন চায় কুফরী করুক। তবে বুঝ পাওয়ার পরে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করবে তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। মানুষ তার জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেই বেহেশতী হবে

রাষ্ট্রনীতি

ইসলামে রাষ্ট্রনীতির ওপর যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে তার কিছু আয়াত নিম্নে দেয়া হলো ঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ- الاعراف- ٥٤

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং (এর উপর) প্রভুত্ব ও শাসন করার অধিকার তাঁরই। অপরিসীম বরকতওয়ালা আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন পালনকর্তা।" আল-আ'রাফ ঃ ৫৪

এ আয়াতে পরিস্কার করে বলে দেয়া হলো, এ সৃষ্টি যার সৃষ্টির উপর যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁরই। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহর বিধান মুতাবিক খেলাফত পরিচালনা করতে পারে মাত্র। এমন কি আল্লাহ তাঁরই রাসূল (সা.) কে পর্যন্ত বলেছেন যে-

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ - ال عمران- ١٢٨

www.pathagar.com

"হে নবী! চূড়ান্তভাবে কোন কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার তোমার নেই।" আল-ইমরান ঃ ১২৮

এবার চিন্তা করতে পারি যে খোদ রাসূলেরই যেখানে কোন হাত নেই সেখানে আর কার হাত বা অধিকার থাকতে পারে?

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ - قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ - ال عمران - ١٥٤

"জাহেলি ধারণা মুতাবিক তারা বলে শাসন কার্যে আমাদের কি কোন অংশ নেই? হে রাসূল বলে দাও প্রভুত্ব ও শাসন কার্যের পূর্ণ ক্ষমতা ও এখতিয়ার আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।" আলে-ইমরান ঃ ১৫৪

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ - يوسف- ٤٠

"সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর" ইউসুফ ঃ ৪০

এ ব্যাপারে কারও কোন অধিকার নেই। এইটাই চূড়ান্ত ঘোষণা।

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ - المائدة-١

"নিসন্দেহে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন।" (সেখানে কারও কোন অধিকার নেই।) আল মায়িদা ঃ ১

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ - المائدة - ٤٤

"আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবিক যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফের।" একই সূরার মধ্যে আরও দুই স্থানে অনুরুপ কথা বলা হয়েছে। যথা ঃ

"আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবিক যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা ফাসেক।" ফাসেক বলা হয় তাদেরকে যারা ইসলাম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। অন্যভাবে বলা হয়েছে- "আল্লাহর দেয়া বিধান মুতাবিক যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা জালেম।"

এখানে বিচার ফয়সালার অর্থে শুধু আদালতের বিচার নয়; বরং সকল প্রকার বিচার ফয়সালা এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

www.pathagar.com

(১) যারা বিচারক তারা আদালতের বিচার করবেন আল্লাহর বিধান মুতাবিক।

(২) যারা গ্রাম্য প্রধান তাঁরা গ্রামের ছোট খাট বিচার ফয়সালাও করবেন আল্লাহর বিধান মুতাবিক।

(৩) যারা শ্রমিকদের কিংবা কিছু কর্মচারীর উপর বিচার ফয়সালার অধিকার রাখেন তারা তাদের অধীনস্থদের প্রতি যে বিচার ফয়সালা করবেন সেটা হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক।

(৪) যারা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা উপ-প্রধান তারা তাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে যারা থাকবেন তাদের প্রতি যে আচরণ করবেন তা হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক।

(৫) যারা কোন কিছুর সঙ্গেই জড়িত নন যাদের অন্ততঃ একটা পরিবার আছে সেখানেও তাকে কোন না কোন বিচার ফয়সালা করা লাগে সেখানেও তিনি যা বিচার ফয়সালা করবেন তা হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক।

(৬) আর যার কোন পরিবার নেই, একেবারেই একা তারও বিচার ফয়সালা হতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক। কারণ সেও যখন আল্লাহর বান্দা

কাজেই আল্লাহর কোন নির্দেশই তাঁর বান্দাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো সে কোথায় কি বিচার ফয়সালা করবে? তারও ফয়সালার একটা ক্ষেত্র রয়েছে যা শুধু তারই নয় বরং তা প্রর্ত্যেকের জন্যেই রয়েছে সমানভাবে। তা হচ্ছে মানুষ যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত করে সেই সিদ্ধান্তটাও আল্লাহর বিধান মুতাবিক হতে হবে। মনে করুন, যখন আপনি সিনেমা দেখতে যাবেন কি যাবেন না এটা আপনাকে পূর্বেই মনে মনে সিদ্ধান্ত করে নিতে হয়। এ সিদ্ধান্তও করতে হবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক। এভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্তই যদি আল্লাহর বিধান মুতাবিক হয় তবেই সমাজটা হতে পারে বেহেশতী সমাজ।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ - الاعراف-٣

www.pathagar.com

"একমাত্র সেই আইনই মেনে চল এবং অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন এবং তাঁকে (আল্লাহর) ছেড়ে অন্য কোন নেতার বা পৃষ্ঠপোষকের অনুসরণ করো না।" আল- আরাফ ঃ ৩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - الاحزاب - ٣٦

"আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.) যখন কোন ফয়সালা করেছেন তখন তা গ্রহণ না করার কোন অধিকারই কোন মু'মিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীর থাকতে পারে না।" আল-আহযাব ঃ ৩৬

অর্থাৎ যে সব ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) স্পষ্ট আইন ও বিধান দিয়েছেন সেসব ব্যাপারে কারও কোন প্রকার মতবিরোধ করার বা তা বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান রচনা করার এবং তা সমাজে কার্যকর করার কোন অধিকারই কাউকে দেয়া হয়নি। বিশেষ করে যারা ঈমান এনেছে তারা তো এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেনা । হ্যাঁ তবে এমন কোন সমস্যা যদি এসে হাজির হয় যে কুরআন ও হাদীসে তার কোন স্পষ্ট ফয়সালা পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে সে ক্ষেত্রে এজমা ও কিয়াসের বিধান ইসলামে স্বীকৃত।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ - النساء - ٦٤

"আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে এই জন্যে পাঠিয়েছি যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে।" আন-নিসা ঃ ৬৪

এ ব্যাপারে আমাদের অনেকেই মনে করেন রাসূলের ন্যায় জামা কাপড় দাঁড়ি-টুপি হলেই বুঝি পুরা আনুগত্য হয়ে যায় কিন্তু আসলে তা হয় না। তাঁর আনুগত্যের অর্থ হলো তাঁর পোষাক পরিচ্ছেদ সহ তাঁর জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের অনুসারী হওয়া। তাঁর ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে তাঁর সামাজিক, অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক, জিহাদ, হিজরত, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারেই তাঁর অনুসারী হলেই তাঁর সার্বিক আনুগত্য করা হয়।

www.pathagar.com

এটাকেই এক কথায় বুঝানোর জন্য আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - الاحزاب - ٢١

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের (সা.) মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল-আহযাব ঃ ২১

এর একটি সম্পুরক আয়াত হচ্ছে-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ الحشر - ٧

"আর রাসূল (সা.) তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" আল-হাশর ঃ ৭

তিনি যা দেন তার অর্থ হলো তার দেয়া যাবতীয় আইন কানুন বিধি-বিধান, চাল চলন, লেন-দেন তথা তাঁর জীবনের যাবতীয় আচার আচরণ সবই আমাদের গ্রহন করতে হবে এবং যাই তিনি করতে নিষেধ করেছেন তা করার কোন অধিকার নেই যদি সত্যিকার অর্থে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকি।

আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করে থাকেন রাসূল (সা.) কে যদি রাসূল হিসাবে মেনে নেই তার পর আইন কানুন বিধি বিধান যদি নিজেরা তৈরী করে নেই বা সমাজে যখন যে আইন কানুন চালু থাকে তা যদি পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে গ্রহণ করি তবে ঈমানের ঘাটতি হবে কেন। এ ধারণার জবাবে আল্লাহ অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় কিছু কথা বলেছেন যা নিম্নে তাগুত পরিচিতির মধ্যে দেয়া হলো-

তাগুত পরিচিতি

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا- النساء - ٦٠

www.pathagar.com

"হে নবী ! তুমি কি তাদের দেখনি যারা ধারণা করে যে তারা তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস করে অতঃপর বিচার ফয়সালার জন্য তারা তাগুতদের নিকট নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদেরকে (তাগুতদেরকে) অস্বীকার বা অমান্য করতে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে (ভূল পথে) বহুদূর নিয়ে যেতে চায়।" আন-নিসা ঃ ৬০

তাগুত বলা হয় তাদেরকে যারা আইন করে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে। এমন আইন তৈরী করে যে আইন মানতে গেলে আল্লাহর আইনকে অমান্য করেই তা মানতে হয়। যেমন মনে করুন আল্লাহর আইন রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলা সেখানে যদি আইন করা হয় যে রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলতে হবে তাহলে ডান পাশ বাদ দিয়েই বাম পাশ দিয়ে চলতে হয়। এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ মাত্র। আরেকটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যায় যেমন আল্লাহর আইন 'চোরের হাত কেটে দাও' কিন্তু রাষ্ট্রের আইন যদি হয় চোরকে জেল দিতে হবে তাহলে হাত কাটা আইন বাতিল করেই জেল দেয়া আইন প্রবর্তন করতে হয়। এই ধরণের আইন যারা তৈরী করে তারাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বিধি বিধানও আইন কানুন বাতিল করেই তা প্রবর্তন করে। আর এই ধরনের আইন যারা তৈরী করে তারাই হচ্ছে তাগুত। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর আইন মানতে হলে পূর্বে তাগুতদের অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। যারা মনে মনে ধারণা করে যে, "আমরা ঈমানদার" অথচ তারা তাগুতদের আইন কানুন মেনে চলতে চায়, তাদেরই কথা আল্লাহ এখানে বলেছেন যে তাদের ঈমান শুধু ধারণায় মাত্র; বাস্তবে নয়।

তাগুতদের ব্যাপারে আল্লাহ আল-কুরআনে ৮টি আয়াত নাযিল করেছেন। যথা ঃ

١- فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

البقرة - ٢٥٦

(১) "যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল

www.pathagar.com

সে এমন শক্ত রজ্জু ধারণ করল যা ছিঁড়ে যাওয়ার মত নয় এবং আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং জানেন।" (আল-বাকারা ঃ ২৫৬)

এখানে খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্ব শর্ত হলো তাগুতকে অস্বীকার করা। এই তাগুতদের বিরুদ্ধেই ছিল আল্লাহর নবীর একটানা ২৩ বছরের বিরামহীন সংগ্রাম।

٢- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ز البقرة - ٢٥٧

(২) "আর যারাই আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের নীতি অবলম্বন করে তাদেরই নেতা হচ্ছে তাগুত।" আল-বাকারা ঃ ২৫৭

অর্থাৎ যারাই তাগুতদেরকে নেতা হিসাবে মেনে নেয় তারা প্রকৃতপক্ষে কুফরীর বা আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের নীতিই অবলম্বন করে।

٣- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا - النساء - ٥١

(৩) "তুমি কি সেই সব লোকদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ দেয়া হয়েছে। আর তাদের অবস্থা এরূপ যে তারা বলে যে জিব্‌ত্ ও তাগুতদের মেনে চলতেছে আর কাফেরদের সম্পর্কে তারা বলে যে ঈমানদার লোকদের চাইতে এরাই তো সঠিক পথে চলতেছে।" আন-নিসা ঃ ৫১

এর উদাহরণ আমাদের বর্তমান সমাজ।

٤ - اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ..... بَعِيْدًا -

(৪) সূরা নিসার ৬০ নং আয়াত যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে তাগুতদের সম্পর্কে যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে তা ক্রমিক পর্যায়ে সাজালে এ আয়াতটি ৪ নম্বরে আসে।

٥- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

www.pathagar.com

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا - النساء - ٧٦

(৫) "যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। অতএব, (হে ঈমানদারগণ) তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে। জেনে রেখ শয়তানের ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই দুর্বল। আন-নিসা ঃ ৭৬

তাগুত উৎখাত না হলে ঈমানের রাস্তায় চলা যায় না। যেমন কোন যান বাহন চলার রাস্তায় যদি বিরাট আকারের কোন গাছ পড়ে থাকে তাহলে সে গাছ না সরানো পর্যন্ত ঐ পথে গাড়ি নিয়ে চলা যায় না।

٦- وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ـ

المائدة - ٦٠

(৬) "তাদের ভিতর থেকে কিছু লোককে বানর এবং কিছু লোককে শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কারণে যে তারা তাগুতের আনুগত্য করেছে.....। আল-মায়িদা ঃ ৬০

হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় যারা তাগুতের আনুগত্য করত তাদেরকে বানর এবং শূকরে রুপান্তরিত করা হয়েছিল। এরপর বানর ও শূকর অবস্থায় তারা অল্প দিন বেঁচে থেকে মারা যায়। ঐ অবস্থায় তাদের (বানর ও শূকর হয়ে) কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি, বর্তমানে যে বানর দেখা যায় ওরা আদি জাত বানর।

এরা হলো দাউদ (আ.)-এর জামানার সেই কওম যাদেরকে শনিবারের আইন মেনে চলতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল শনিবারে কেউ মাছ ধরতে পারবে না। আর তাদের তাগুতগণ হুকুম দিয়েছিল মাছ ধরতে। পরে আল্লাহর বিধান অমান্য করে তাগুতদের অনুসরণ করার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয়। তাদের কতককে বানর ও কতককে শূকরে রুপান্তরিত করা হয়। অতঃপর বনি ইসরাঈল কওমকে আল্লাহ একথা স্মরণ করিয়ে বলছেন যে, তাগুতের অনুসরণের

www.pathagar.com

পরিনাম যে ভাল নয় তা তোমাদের পূর্ব ইতিহাস থেকে জানা উচিত।

٧ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ النحل - ٣٦

(৭) "(সকলকে সাবধান করে দিয়েছিল এই বলে) যে তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতদের (আনুগত্য ও দাসত্ব) থেকে দূরে থাক।" আন-নাহল ঃ ৩৬

অর্থাৎ তাগুতদের আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য করা যায় না যেমন রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চললে ডান পাশ দিয়ে চলা হয় না।

٨- وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وانابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ- الزمر- ١٧

(৮) "আর যারা তাগুতদের আনুগত্য ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরেছে তাদের জন্যে সুসংবাদ। হে নবী সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।" আয-যুমার ঃ ১৭

এসব আলোচনা থেকে কয়েকটা মৌলিক জিনিস বুঝা গেল। যথা-

(১) যে আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধিসহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ব্যবস্থা, যুদ্ধনীতি, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি কোনটা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তার সব কিছুরই আইন দিয়েছেন।

(২) এসব আইন কানুন যাদের মাধ্যমে দিয়েছেন তারা মানুষ। তবে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের মানুষ যার চাইতে উন্নত বা উত্তম চরিত্র আর হতে পারে না। তাঁরা যেমন ছিলেন দ্বীনের প্রচারক তেমন ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক (বিশেষ করে আমাদের নবী) এবং সংস্কারক। তাগুতদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে তারা নিজে তা দেখিয়ে গেছেন এবং দেখিয়ে গেছেন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে মানতে হলে কিভাবে মানতে হবে এবং কি করা লাগবে।

(৩) ইসলামে যদিও রাষ্ট্রনীতি, বিচার ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা রয়েছে কিন্তু তাগুতি শক্তিগুলো সব সময়ই তা কালো

www.pathagar.com

পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখতে অপচেষ্টা করেছে। এরূপ অপচেষ্টা চিরদিনই থাকবে।

(৪) তাগুতি শক্তি লোকদেরকে কুফূরীর নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করে। আর সাধারণ মানুষ জ্ঞানের অগোচরে তা অবলম্বন করে।

(৫) আমাদের ঈমানের দাবী তখনই আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে যখন আমরা তাগুতদের আনুগত্য ছেড়ে আল্লাহর দিকে সত্যিকারভাবে ফিরে আসতে পারব।

উপসংহার

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এর প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপনা একটি অপরটির পরিপূরক। মানুষ যদি এর কিছু গ্রহন করে আর কিছু বাদ দেয় তাহলে ইসলাম থেকে যে ফায়দা পাওয়া উচিত তা পাওয়া যাবে না। ইহকালেও না, পরকালেও না। তবে আল্লাহ দয়ার সাগর। তিনি মানুষের মনের অবস্থা বুঝে কিছু লোককে ক্ষমা করবেন। আর তাঁর দয়া ভিন্ন আমাদের নাজাতের কোনই উপায় নেই। মনের অবস্থা বুঝে কিছু লোককে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন যার হাত থেকে কেউ নিস্কৃতি পাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রনীতিকে যারা মন থেকে ত্যাগ করেছে এবং ত্যাগ করানোর জন্যে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। কাজেই তাদের পরিণতি কি হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আমরা যারা সত্যিকার অর্থে পরকালের শেষ বিচারে ও বেহেশত দোজখে বিশ্বাসী আমাদের কাজ হবে আল্লাহ তাঁর রাসূলের দেখানো নীতির উপর টিকে থাকার জন্য আমরণ চেষ্টা করে যাওয়া এবং তাগুতের আনুগত্য করা থেকে নিজেকে, নিজের পরিবারকে, দেশবাসীকে এবং যারাই আল্লাহর রাস্তায় থাকতে চায় তাদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সংগ্রামে লেগে থাকা। আশা করি এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সেই পথে চলার তৌফিক দান করবেন ও সঠিক পথ চিনাবেন।

হে মেহেরবান তুমি আমাদেরকে নেক আশা পূরণ কর। আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Maa Design
37 Banglabazar, Dhaka. Ph: 7116498
G.Design : Md. Faruk Ahmed Prodhania